দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 21 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে স্বপদে বহাল

অপরাধীর শাস্তিও নিশ্চিত করুন

নারায়ণগঞ্জের পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে কান ধরে ওঠবস করানো একটি পরিকল্পিত নাটকের মঞ্চায়ন ছাড়া কিছুই নয়। কারণ ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগের সত্যতা পায়নি তদন্ত কমিটি। একজন শিক্ষকের কান ধরে ওঠবস মানে একটি জাতিকে অপমান করা। ন্যক্কারজনক এই ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। এমন ঘটনায় বড় রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় লোকের জড়িত থাকার তথ্য আরও ভয়ঙ্কর। আমাদের সময় সংবাদসূত্রে জানা গেছে, ইসলামি ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগের সত্যতা না পাওয়ায় নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে স্বপদে বহাল রেখে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি বাতিল করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ ঘোষণা দেন। পরে একই স্থানে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন, নারায়ণগঞ্জে শিক্ষকের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে তা বরদাশত করা হবে না। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু এসব কথা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেকটা শঙ্কিত আমরা। কেননা অনেক সময় বিভীষিকাময় ঘটনা ঘটলেও সরকার বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে চালিয়ে দেয়। মন্ত্রীর বক্তব্যের এমন পরিণতি দেখতে চাই না, সবার প্রত্যাশা তার কথার সঙ্গে কাজের মিল থাকবে। দুঃখজনক হলেও সত্য, ইসলাম ধর্ম অবমাননার গুজব ছড়িয়ে মন্দির, উপাসনালয় ও বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের লোকের ওপর হামলা হচ্ছে প্রকাশ্যে। ধর্মের অবমাননার মিথ্যা অভিযোগে অকল্পনীয় বিভীষিকাময় ঘটনায় জনগণের প্রতিবাদ, প্রশাসনিক ও পুলিশি ব্যবস্থা কিছু নেওয়া হলেও ঘটনাগুলোর চরিত্র ও পরিণাম বিচারে এর সুরাহায় সরকারের তেমন ভূমিকা লক্ষ করা যায় না। ফলে এমন ঘটনা বেড়েই চলছে। গত ১৩ মে নারায়ণগঞ্জের বন্দর থানার পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে মারধর ও সংসদ সদস্য সেলিম ওসমানের নির্দেশে কান ধরে ওঠবস করানোর যে ন্যক্কারজনক ঘটনা তা সম্পূর্ণ সাজানো নাটক, যা পুরো জাতিকেই অবমাননার শামিল।

তাই প্রধান শিক্ষককে স্বপদে বহাল ও কমিটি বাতিলই এ ঘটনার সুরাহা নয়, শিক্ষক অবমাননার শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। নারায়ণগঞ্জে প্রভাবশালী পরিবারের এক সংসদ সদস্যের ভূমিকাই প্রধান বলে অপরাধীরা রেহাই পেয়ে যাবে– এমনটা কারো কাম্য নয়। অপরাধী যেই হোক না কেন, শাস্তি নিশ্চিত করতে না পারলে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধ হবে না।

নারায়ণগঞ্জে প্রভাবশালী পরিবারের এক সংসদ সদস্যের ভূমিকাই প্রধান বলে অপরাধীরা রেহাই পেয়ে যাবে– এমনটা কারো কাম্য নয়। অপরাধী যেই হোক না কেন, শাস্তি নিশ্চিত করতে না পারলে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধ হবে না